মুজিবনগরে জেলা প্রশাসকের বিদায়ি সংবর্ধনা প্রদান

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনির বদলি হওয়ায় বিদায়ি সংবর্ধনা প্রদান করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।
সোমবার দুপুরে মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে সংক্ষিপ্ত আকারে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমাস গনির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ি জেলা প্রশাসক আতাউল গনি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

এ সময় অন্যদের মধ্যে মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেনসহ উপজেলার সকল অফিসার বৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বিদায়ি জেলা প্রশাসককে ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।
এবং বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

মেহেরপুরে নতুন ডিসির আগমন

মেহেরপুর পৌঁছেছে নতুন জেলা প্রশাসক মুনসুর আলম খান। সোমবার বিকালে মেহেরপুর সার্কিট হাউসে এসে পৌছান।

এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তৌফিকুর রহমান,(রাজস্ব) মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সদর উপজেলা নির্বাহী

কর্মকর্তা মোঃ মাসুদুল আলম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো, মাইনউদ্দিন,সিনিয়র সহকারী কমিশনার এম এম আরাফাত হোসেন, সহকারী কমিশনার মহিদুল হক, মিনহাজুল ইসলাম, সুজন দাশগুপ্ত, মিথিলা দাস,রাকিবুল ইসলাম,মাহমুদুল হাসান,নাহিদ হোসেন সহ অনেকেই তাকে ফুলেল শুভেচছা জানান।

মেহেরপুর পৌর সড়কে গরু, বেওয়ারিশ না ওয়ারিশ?

মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন সড়কে গৃহপালিত গরুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ পৌরবাসী। দিনের বেলায় দুই একটা চোখে পড়লেও রাত হলেই বেড়ে যায় এদের আনাগোনা। এতে পথচারী সহ চলাচলে পৌরবাসিরা পড়ছেন বিড়ম্বনায়।

গরুর অবাধ বিচরণে শহরের রাস্তা গুলো হচ্ছে নোংরা। মেহেরপুর শহরের অলিগলি ও প্রধান সড়কে ঘরে দেখা যায় প্রায় ৫০টির মত গরু গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সাথে বাড়ির সামনে পড়ে থাকা ময়লা আবর্জনা গুলোর মধ্যে খাবারের সন্ধানে রাস্তায় ছিটিয়ে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে পৌরসভার পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নিলেও কার্যকর করা হয়নি।

মেহেরপুর শহরের কোর্ট মোড়ের দোকানদার কামরুল হাসান জানান, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দোকানের সামনে ময়লা আবর্জনা গুলো গুছিয়ে রাখি। রাত হলেই সেগুলোকে কয়েকটা গরু এসে ছিটিয়ে দিয়ে যায়।

চা দোকানি সবুজ বলেন, প্রধান সড়কে অবাধে কয়েকটি গরু প্রতিনিয়ত চলাফেরা করে। এতে যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করে পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে।

বড় বাজার ব্যবসায়ী হিরক বলেন, গত বৃহস্পতিবার আমাদের পাশের একটি নর্দমাতে একটি গাভী পড়ে যায়। গরুর মালিকের কোন খোঁজ না পেয়ে ফায়ার সর্ভিসকে খবর দিই। তারা আসতে না চাইলে আমরা স্থানীয় কয়েকজন ঘন্টা খানেক চেষ্টার পর গরুটি উদ্ধার করি। আর কিছুক্ষণ নর্দমায়

থাকলে হয়তো মারা যেত। পরে সন্ধ্যার দিকে মালিক এসে গাভী নিয়ে গেলো।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের দেহরক্ষী লিখন জানান, মেহেরপুর শহরে প্রতিনিয়ত প্রায় ৫০-৬০ গরু অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে ভীষণ পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। আমরা বেশ কয়েকবার কয়েকটি গরু ধরে আকটে রেখেছিলাম। তিন চার দিন পর মালিকের খোঁজ হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদেরকেই খাবার দিতে হয়েছে। মালিকদের কড়া ভাবে বলেও কোন লাভ হয়নি।

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, শহরে যেসব গরু গুলো ঘুরে বেড়ায় এই গরু গুলোকে বেশ কয়েকবার আমরা আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু মালিক পক্ষ থেকে মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। বারবার বলা পরেও তারা মানছে না। দুই একদিন ঠিক থাকলেও পরে আবার তারা রাস্তায় ছেড়ে দেয়।

আমরা ইতোমধ্যে গরুর বিষয়ে মাইকিং করেছি। যদি এরপরও না হয় তবে আমরা পৌরসভার পক্ষ থেকে খোয়াড়ের ব্যবস্থা করবো। যাতে গরু আটকের পর জরিমানা দিয়ে মালিককে ছাড়াতে হয়। পৌরসভাকে পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতেই আমরা এই পদক্ষেপ দ্রুত বাস্তবায়ন করবো।

গাংনীতে বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সে চুরির দায় স্বীকার কালামের, আরো দু’জন আটক

মেহেরপুরের গাংনী হাসপাতাল বাজারের বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সের মালামাল চুরির সাথে জড়িত রয়েছে বলে স্বীকার করেছে সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী আবুল কালাম।

রবিবার বিকাল ৩ টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো: ওবাইদুর রহমান। এদিকে আবুল কালামের স্বীকারক্তি অনুযায়ী চুরির সাথে জড়িত রুয়েরকান্দির গ্রামের নইমুদ্দীনের ছেলে নজরুল ইসলাম (৪৫) ও একই গ্রামের আব্দাল হকের

ছেলে ভ্যান চালক জব্বার আলীকে (২৭) আটক করেছে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান জানান, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী আবুল কালাম জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সের রড এ্যাঙ্গেল,প্লেন সিট সহ অন্যান্য মালামাল চুরির সাথে সে সহ রুয়েরকান্দি গ্রামের নজরুল ইসলাম ও ভ্যান চালক জব্বার আলী জড়িত।

তিনি আরো জানিয়েছেন, চুরির বিষয় নিয়ে আবুল কালাম ও নজরুল ইসলামের মধ্যে কথপোকথনের একটি অডিও পুলিশের কাছে এসেছে। অডিও টেপের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন আবুল কালাম ও নজরুল ইসলামের মধ্যে বেশ কিছুদিনের সম্পর্ক রয়েছে। ইতোপূর্বে নজরুলকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করিয়েছে আবুল কালাম।

এছাড়া বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সে চুরি করতে নজরুল ইসলামকে ৫শ টাকা ও ভ্যান চালক জব্বার আলীকে ২শ টাকার বিনিময়ে ভাড়া করেছে আবুল কালাম। আটককৃত আবুল কালাম,নজরুল ইসলাম ও জব্বার আলীকে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে গাংনী হাসপাতাল বাজারের মেসার্স বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সে রড এ্যাঙ্গেল,প্লেন সিট সহ অন্যান্য মালামাল চুরির ঘটনা ঘটে। শনিবার বিকাল ৩ টায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আবুল কালাম আজাদের গোডাউন থেকে চুরি যাওয়া আনুমানিক ওজন ১শ’ ৮০ কেজি মালামাল উদ্ধার করে। এ ঘটনায় মেসার্স বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সের মালিক মোজাম্মেল হক বাদী হয়ে আবুল কালাম সহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজনের নামে মামলা দায়ের করেন।

গাংনীতে গাঁজাসহ ১০ মাদক সেবী গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক অভিযানে ১০ মাদক সেবীকে গ্রেফতার পুলিশ।

শনিবার বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে পীরতলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই বাবলু। এসময় তাদের কাছ থেকে ১শ’৭০ গ্রাম গাঁজা ও গাঁজা সেবনের সরাঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, কাজিপুর মাঠপাড়ার জনৈক খেদু ফরাজির কাঁঠাল বাগানে মাদক সেবন করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়া জেলার দৌলৎপুর উপজেলার তেকালা গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে আল হাসান (৩৫),কাজিপুর মাঠপাড়ার শরিফুল রইসলামের ছেলে মহন,একইপাড়া আব্দুল্লাহর ছেলে সুনারুল,সামাদের ছেলে নয়ন,আজিমুদ্দীনের ছেলে তরিকুলকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ৭০ গ্রাম গাঁজা ও গাঁজা সেবনের সরাঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে মামলা নং ০৮ তাং ০৪.০৭.২০২০ ইং।
অপরদিকে কাজিপুর মন্ডলপাড়ার মজিরুদ্দীনের ছেলে রেজাউলের বাড়িতে মাদক সেবনের আসর বসেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে রেজাউল সহ হাজিপাড়ার আজিমের ছেলে সোহেল রানা,পোষ্ট অফিস পাড়ার রফিকুল ইসলামের ছেলে মিলন,বর্ডারপাড়ার মিরাজের ছেলে আরজ ও বৈরাগীপাড়ার আব্দুর রহমানের ছেলে নজরুলকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ১শ’ গ্রাম গাঁজা ও গাঁজা সেবনের সরাঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। আটকৃতদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মামলা নং ০৮ তাং ০৪.০৭.২০২০ ইং।

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় কোন করোনা রোগী সনাক্ত হয়নি। রবিবার বিকালে করোনা মেহেরপুরে আরো ৩০ টি রিপোর্ট এসেছে যার সবগুলো নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন জানান, নতুন করে যে সকল নমুনা পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে ৬ জনের মধ্যে করোনা ভাইরাসের কোন নমুনা পাওয়া যায়নি।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় ১ হাজার ৯শ ৪৮ জনের মধ্যে ৯২ টি পজেটিভ । যার মধ্যে ৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ৫ জন।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের করোনা প্রচারণা অভিযান

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করেছে।

রবিবার বিকেল ৪ টার সময় ইন্সপেক্টর একরামুল এর র্নিদেশনায় হোটেল বাজার সহ শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয় ।

এ সময় ইন্সপেক্টর একরামুল বলেন, করোনা মোকাবেলায় যে সকল পথচারী, ইজিবাইক ও রিকশা গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মানছে কি না সেই দিকে আমরা লক্ষ রাখছি ও কেউ যেনো মাস্ক ছাড়া বাইরে না আসে, তার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ইসমাইল, এটিএস মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।

মা বাবার পর ভাইকেও হারালো শিথি

বাবা আব্দুল মইন উদ্দিন মারা গিয়েছে বছর দশেক আগে। মা শাশীমা খাতুন মারা গেছেন ক্যান্সারে প্রায় দুই বছর আগে। পরিবার বলতে ভাই আসিফ আফ্রিদী আকাশ ও বোন শিথি খাতুন। রবিবার রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভাইটিও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। পরিবারের জীবিত বলতে একমাত্র মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ুয়া শিথি খাতুন।

মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়ায় এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে। একমাত্র ছোট বোনের উপর অভিমান করে আকাশ শেখপাড়া কবরস্থানে গিয়ে গত শনিবার বিষপান করে। এসময় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ও পরে রাজশাহী মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঐদিন রাত ১১টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

আকাশ গন প্রকৌশলী বিভাগের ছাত্র ছিলেন। তার ছোট বোন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ট শ্রেনীর ছাত্রী। রবিবার বিকালে মৃত আকাশের লাশ বেড় পাড়ায় পৌছালে শোকের ছায়ানেমে আসে। পরিবারের সবাইকে হারিয়ে অবুঝ বোনটি বার বার মুর্ছা যাচ্ছিল।

মেপ্র/এমএফআর

ভাস্কো-দা-গামা থেকে মুজিবনগর —মাসুম উল হক মিন্টু

১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষে আসার সমুদ্রপথ আবিস্কার করার পর ফরাশি ও ইউরোপীয় বণিকদের এই উপমহাদেশে আগমনের আগ্রহ জাগে ১৫৯৯ সালে ২১৮ জন সদস্য নিয়ে লন্ডনে “দুঃসাহসী বনিক গোষ্ঠী নামে বণিক সংঘ গঠন হয়। ১৬০০ সালের ১লা ডিসেম্বর ” ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ” নামে মহারানী সনদ লাভ করে এবং রানী স্বয়ং কোম্পানির অংশীদার হন। ১৬১৩ সালে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর এক ফরমানের মাধ্যমে সূরাটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বানিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন।

বিভিন্ন কারনে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে যার ফলে ১৬৮৬ সালে হুগলি,বালেশ্বর,হিজলি মোঘল দুর্গ আক্রমন ১৬৮৭সালে চট্রগাম আক্রমন করে পরাজিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা এবং ১৬৯০ সালে মোঘল ও ইস্ট ইন্ডিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৬৯৮সালে কোম্পানি কলকাকায় ফোর্ট উলিয়াম দুর্গ স্থাপন করে।

১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল সিরাজ -উদ-দৌলা বাংলা, বিহার, উড়িস্যার নবাব হিসাবে সিংহাসনে বসেন। মুলতো বিনাশুল্কে বানিজ্য কে

কেন্দ্র করে নতুন নবাব ১৭৫৬ সালের ৪ জুন কাসিমবাজার কুঠি আক্রমন এবং ২০ জুন কলকাতা দখল করেন। শুরু হয় প্রাসাদ ষঢ়যন্ত্র ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ের পর ২৯ জুন ১৭৫৭ তে মীর জাফর পুত্র মিরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ নবাব সিরাজ কে নৃশংসভাবে হত্যা করে। শুরু হল পুতুল নবাবদের হাত ধরে ব্রিটিশ শাসন যা চলমান ছিল ১৯৪৭ পযন্ত।

মুলতো ১৭৬৪ সালে বক্সার যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের সিমানা বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিছুদিন না যেতেই বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিস হটাও আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। শতাধিক বছর পথ পরিক্রমার পর ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বে (মুম্বাই) এ বসে প্রতিষ্ঠা হয় “”ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস””।

১৯০৬ সালে সালে ঢাকায় বসে গঠিত হয় “” মুসলিম লীগ”। অল্পকথায় বলি মুলতো মুসলিম লীগ ও ভারতীয় জাতীয় কংগেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফসল ১৯৪৭ সালের ভারত, পাকিস্থান স্বাধীনতা। জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যথাক্রমে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট জন্মলাভ করলো জিন্নার নেতৃত্বে পাকিস্থান ও নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত।

আমরা হতভাগ্য জাতি হলাম পূর্ব পাকিস্থানেরর বাসিন্দা । শুরু হল নতুন খেলা রাষ্ট্রের শাসনভার পশ্চিমাদের হাতে থাকায় শাসনের নামে শোসন, যে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি…!

১৯৫২ সালের সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার বীজ বপন এবং১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তা অর্জন ছিল আমাদের পরাধীনতা থেকে মুক্তি।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে নির্বাচনে জয়লাভের পর গদিতে বসতে না দেওয়ায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষনের মধ্যে দিয়ে ববঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষনা ছিল বাঙ্গালি জাতির পরাধীনতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন।

২৬ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষনা পত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশ । এবার সরকার গঠনের পালা
১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর সাবডিবিশনে সিমান্তবতি গ্রাম বৈদ্যনাথ তলায় বাংলাদেশর স্বাধীনতার ঘোষনার আদেশ জারি করা হয় এবং ১৭ এপ্রিল এই প্রবাসি সরকার সফত

গ্রহন করেন যা মুজিবনগর সরকার নামে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেয়। দীর্ঘ নয়মাস মহান মুক্তিযুদ্ধেরর মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেয় প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। মেহেরপুরের মুজিবনগর হয়ে ওঠে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বাধীনতার সূতিকাগার ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের রাজনৈতিকদের তৃর্থস্থান মুজিবনগর বর্তমানে বাংলাদেশেরর অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

লেখক: কলেজ শিক্ষক ও সাবেক প্রিন্সিপাল (ইন চার্জ), টি জে ডিগ্রী কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর।

মেহেরপুরে প্রতিবন্ধী নির্যাতনের মামলার সন্ধিগ্ধ ২ আসামী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের প্রতিবন্ধী আনেছা খাতুন নির্যাতনের মামলার এজহার ভুক্ত আসামীর দুইজন সহোযোগীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। আটককৃতরা হলেন শ্যামপুর গ্রামের পিজার উদ্দিন এর ছেলে বিদ্যুৎ (২২) ও মৃত ইন্দাজ আলীর ছেলে বাবু (৩২)।

গত শনিবার দিবাগত রাতে এসআই ইকবালের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসআই ইকবাল জানান, শ্যামপুর গ্রামের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে দুইপক্ষ মুখোমুখি অবস্থান করছিল। এমন সময় সেখানে অভিযান চালিয়ে বিদ্যুৎ ও বাবু নামের দুইজনকে আটক করা হয়। শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে তাদের বিরুদ্ধে ১৫১ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর